যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

# (ABSTRACT)

# সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ


গবেষক

## রাজদীপ দত্ত

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

## অধ্যাপক (ড.) দেবশ্রী দত্তরায়

অধ্যাপক

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২

২০২৩

# সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র ও বহুব্যাপ্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার বিদেশি সাহিত্যও মূলত ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এবং এর পঠন-প্রতিক্রিয়ায় লিখিত হয়েছে সমালোচনামূলক নানা প্রবন্ধ। শুধু প্রবন্ধই নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠিপত্র, লিখিত অভিভাষণ, মৌখিক বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকাতে গ্রন্থ-সমালোচনা অথবা নানাজনের বইয়ে লেখা 'ভূমিকা'—এই সব কিছুই একত্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর বিপুল সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। যোগ্য সমালোচকের হাতে সমালোচনাও 'শিল্প' হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি সত্য। তাঁর মতো যুগন্ধর কবির হাতে সাহিত্যের সমালোচনাও হয়ে উঠেছে 'সাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথের লেখা অধিকাংশ সমালোচনাকেই তাই 'সমালোচনাসাহিত্য' বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছু ভালো বইপত্র আছে। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ', বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব', অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখাসমূহ নিয়ে সামগ্রিক গবেষণার অভাব আছে বলেই মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' ও পিনাকী ভাদুড়ির 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' এই দিক থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ কিন্তু তার মধ্যেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় উঠে আসেনি। সেই দিকগুলো বিবেচনায় রেখেই আমরা বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা করেছি।

**গবেষণা-জিজ্ঞাসা ও গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা:** রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের নানা ধরণের সাহিত্য পড়েছেন ও তার ভিত্তিতে সেগুলি সমালোচনা করেছেন। ফলে তাঁর সমালোচনা বিচিত্র সাহিত্যবর্গকে আশ্রয় করেছে। যেমন বাংলার লোকজ সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য, পুরনো ও তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য এবং ইংরেজি, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ, জার্মানসহ নানা বিদেশি সাহিত্য বিষয়েও তাঁর নানা লেখা ও মন্তব্যাদি পাওয়া যায়। এই বিচিত্র ও বিপুল সমালোচনাধর্মী লেখালেখির অনেক অংশই আজও গ্রন্থভুক্ত বা রচনাবলীবদ্ধ হয়নি।

যেমন–কবি কালিদাস রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি কোনও গ্রন্থে এমনকি পত্রিকাতেও বেরোয়নি, সেটি দেখবার একমাত্র উপায় রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা। আবার ইংরেজ কবি শেলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অভিভাষণ, যা পরে 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও (শ্রাবণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থভুক্ত হয়নি। নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত এই সব লেখাগুলিকে সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা আমাদের গবেষণার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, যা আমরা সম্পন্ন করেছি।

দ্বিতীয়ত, এইসব সমালোচনামূলক লেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করা আমাদের গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাতে বদল এসেছে একাধিক। এই পরিবর্তন তাঁর সমালোচনাতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে চেয়েছি।

চতুর্থত, আমাদের দেশে এবং প্রতীচ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যে তত্ত্বরূপ ও ধারা তৈরি হয়ে উঠেছে, সেই ধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার কোনও সংযোগ আছে কিনা অথবা কোথায় এবং কতটুকু সংযোগ আছে তাও আমরা বিচার করে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেহেতু নানা ভাষার সাহিত্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তাই এগুলির সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা তুলনামূলক চর্চার একটি প্রেক্ষিত তৈরি হয়ে ওঠে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যভাবুকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সমালোচকসত্তার প্রতিতুলনাও এখানে রয়েছে। এই সব কারণে অভিসন্দর্ভটির নামকরণে 'তুলনামূলক বিশ্লেষণ' কথাটি রাখা হয়েছে।

**অধ্যায় বিভাজন:**

**প্রথম অধ্যায়: প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ**

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতিজগতের এই নতুন বিদ্যা, যার পারিভাষিক নাম 'সাহিত্যসমালোচনা' ; তা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মূলত রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এবং সেকালের নানা পত্রপত্রিকায়

সাহিত্যসমালোচনার যে ধারা গড়ে উঠেছিল, তার একটি সম্যক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতবর্ষে মূলত তিনটি ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারলাভ করেছিল। প্রথমটি ইন্দো-ইউরোপীয় যা প্রধানত বৈদিক ও পরে সংস্কৃত সাহিত্যের বাহন হয়। দ্বিতীয়, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে যার নিদর্শন মেলে আর তৃতীয়ত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ভারতে বসবাসকারী জনজাতিদের মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে যার নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রথম ধারাটি অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয়জাত সংস্কৃত। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ও জনজাতিদের সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কোনও আলোচনা করেননি। তাই রবীন্দ্রনাথকৃত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যই বুঝব।

সৃজনশীল সাহিত্যধারার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার কাঠামো গড়ে উঠেছিল। অলংকারবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ প্রভৃতি নানারকম তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। ভরত, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের মতো সাহিত্যভাবুকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেইসঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান সিদ্ধান্ত 'আনন্দবাদ' সংস্কৃত সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের থেকেই পাওয়া। এই কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এই অধ্যায়টিকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে রইল সংস্কৃত সাহিত্যভাবনার উত্তরাধিকার কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা আর দ্বিতীয় উপবিভাগে রইল সংস্কৃত সাহিত্যের ফলিত সমালোচনা।

### ক) প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্য-সমালোচনা ও রবীন্দ্রচিন্তায় এর উত্তরাধিকার

এই অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রস্থানগুলি বিশেষত ভরত প্রণীত রসবাদ ও আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বনিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। রসবাদের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ কী, অলংকারশাস্ত্রীদের মত অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা

হয়েছে এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচক সত্তার ওপর কীভাবে ক্রিয়া করেছে, তা দেখানো হয়েছে।

**খ) সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ**

ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'কে রবীন্দ্রনাথ দুটি মাত্রায় বিচার করেছেন, এক, সাহিত্যের দিক আর দুই, সমাজেতিহাসের দিক। সাহিত্যের দিক থেকে রসের নিত্যতার সূত্রে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে এর সম্পৃক্তির কথা আর সমাজেতিহাসের দিক থেকে কৃষিআশ্রয়ী আর্যসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও সেইসঙ্গে জাতিসংঘাত ও জাতিসমন্বয়ের কথা প্রধান হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে 'মেঘদূত' একটি পরিপূর্ণ ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা, কুমারসম্ভবের সৌন্দর্যকে কল্যাণবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে। 'শকুন্তলা'য় একদিকে বঙ্কিমবিরোধ ও অপরদিকে শকুন্তলার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ও পুরুষতন্ত্রের দ্বারা সেখান থেকে উচ্ছিন্নতার যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইকোফেমিনিজমের আলোয় পাঠ করা সম্ভব। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তুলনামূলক রীতিআশ্রয়ী ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা।

**তৃতীয় অধ্যায়: লোকসাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ**

বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লোকসাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'বাউলের গান'। এরপর বাউলের তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন ও বলেছেন। সেগুলোর বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য বিশ্বের সামনে সংকীর্ণ জাতীয়তাপ্রসূত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামিতার বিকল্প হিসেবে বৈশ্বিক একতার আদর্শ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে তুলে ধরা। জাতীয় জীবনের সন্ধিলগ্নে দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পের একজন সিরিয়াস সংগ্রাহক হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা এসেছে তারই বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে। ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ ও প্রবচন, পল্লিগীতি, কারুশিল্প—লোকসাহিত্যের এই প্রতিটি সংরূপের সংগ্রহ, সংকলন, সমালোচনা-লিখন ও প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাই তাঁর এই কাজের প্রত্যক্ষ প্রেরণা।

**চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ**

এর দুটি উপবিভাগ। **প্রাগাধুনিক পর্যায়ে** মূলত বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের সমালোচনা। বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার নানা বৈচিত্র্য। একদিকে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'এর সম্পাদকীয় ত্রুটির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা অপরদিকে বৈষ্ণব পদে ব্যবহৃত 'নিছনি', 'পঁহু' শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধানী আলোচনা। মঙ্গলকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই শিব বনাম শক্তির সংঘাত হিসেবে দেখেছেন, যার যৌক্তিকতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি।

**আধুনিক সাহিত্য** সমালোচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সুবিশাল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন থেকে শুরু করে ত্রিশের দশকের আধুনিক কবি ও গদ্যলেখকদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-সমালোচনার আওতাভুক্ত। ব্যক্তিগত চিঠি, গ্রন্থ-সমালোচনা, অভিভাষণ নানা ফর্মে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক লেখাগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে যথাসাধ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। আধুনিক কবি ও গদ্যলেখকদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যরুচির অমিল সমালোচনায় উঠে এসেছে। জগদীশ গুপ্ত বা শরৎচন্দ্রের সমালোচনা বিষয়েও নানা প্রশ্ন বা আপত্তি জাগা স্বাভাবিক। সমসাময়িক নারী সাহিত্যিকদের রচনার মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ কীভাবে করেছেন, তাও এখানেই আলোচিত হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়: বিদেশি সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ**

ইংরেজি-- ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে আমেদাবাদে বসবাসকালে বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন এই সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন দুটি প্রবন্ধ, 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য' ও 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য'। টমাস চ্যাটার্টন, টেনিসনের কবিতা, শেলি ও ইয়েটসকে নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা রয়েছে। শেকসপিয়র ও অন্যান্য ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের সম্পর্কেও তাঁর বিক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। 'আধুনিক কাব্য' রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা, যেখানে 'বার্নস', 'ওরিক জনস', 'এমি লোয়েল', 'এজরা পাউন্ড, 'টি এস এলিয়ট', 'এডওয়ার্ড রবিনসন' ও চীনা কবি 'লী পো' এর কবিতা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইংরেজি কবিতা বিষয়ে তাঁর আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

ইতালি—ইতালিও কবি দান্তে ও পেত্রার্কার জীবনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন দুটি প্রবন্ধ ; 'বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা'। উভয় কবির কাব্যরচনার প্রেরণা হিসেবে যে প্রেম ক্রিয়াশীল বলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তা ইতালির প্রাচীন ত্রুবাদুর প্রেমেরই অনুরূপ।

জার্মান—জার্মান মহাকবি গেটের জীবনে দান্তে ও পেত্রার্কীয় প্রেমের বিপরীত আদর্শ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেকান্ত প্রেমজীবন নিয়ে লেখা 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' প্রবন্ধটি। এছাড়াও ছিন্নপত্রাবলীর একাধিক চিঠিতে গেটে প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য' ভাবনা গেটের 'Weltliteratur' এর অনুরূপ।

ফ্রেঞ্চ—Joseph Joubert এর aphoristic স্টাইলে লেখা পঁসেগুলি ও Amiel's এর 'জার্নাল ইনটাইম' রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ আছে। এমিল জোলা ও থিয়োফেল গোতিয়ের উপন্যাস 'মাদমোয়াজেল দ্য মোঁপা' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন আছে।

বিবিধ-- ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধে হাঙ্গেরিয়ান লেখক মৌরিয়স য়োকাই ও পোলিশ লেখক জোসেফ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্কির দুটি উপন্যাস যথাক্রমে 'Eyes like the Sea' ও 'The Jew' নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ঐ দুই লেখকের লেখকজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সে দেশে যে জাতীয় উৎসব হয়েছিল, তার সঙ্গে আমাদের দেশে প্রতিতুলনা করে ব্যথিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার: রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার সামগ্রিকতা**

গবেষণা পরিক্রমা শেষে এই পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য সমালোচনার মূল সূত্র ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করেছি। 'রসের সমগ্রতা', 'রূপের অভিনবত্ব' আর 'আনন্দবাদ' সাহিত্যের কাছে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মূল অন্বিষ্ট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার বদল ও সমকালীন নানা সাহিত্যবিতর্কগুলির ছাপ সমালোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমালোচনার ধারাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রসমালোচনার যোগ কোথায় ও কতটুকু তাও আমরা দেখিয়েছি এই পরিচ্ছেদে।

**পরিশিষ্ট:** অধ্যায়ের শেষে দুটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের ভূমিকা ও দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সমালোচনাগুলির একটি তালিকা প্রকাশকালের ক্রমানুযায়ী সংযোজিত হয়েছে। সবশেষে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পঞ্জি।